উত্তরায় যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনার সময় কলেজ ভবনে উপস্থিত ছিল ৫৯০ শিক্ষার্থী: অধ্যক্ষ

সংগৃহীত ছবি

ঢাকার উত্তরার দিয়াবাড়িতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের সময় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্যাম্পাসে প্রায় ৫৯০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল বলে জানিয়েছেন দিয়াবাড়ি ক্যাম্পাসের অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খাঁন। সোমবার (২৮ জুলাই) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাংলাদেশ এয়ার স্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ তথ্য দেন।

অধ্যক্ষ জানান, মাইলস্টোন কলেজের দিয়াবাড়ি ক্যাম্পাসে মোট ৭৩৮ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। প্রতিদিন ৮০-৮২ শতাংশ শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকে। সেই হিসাব অনুযায়ী দুর্ঘটনার দিন ভবনটিতে প্রায় ৫৯০ জন শিক্ষার্থী ক্লাসে ছিল।

দুর্ঘটনার পর কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর খাঁন বলেন, “প্রথমে আমাদের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের খোঁজ নেওয়া এবং নিশ্চিত হওয়া তারা সবাই নিরাপদে রয়েছে কি না। যে শিক্ষার্থীরা আতঙ্কে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারা অভিভাবকদের কাছে পৌঁছেছে কি না, সেটাই তখন প্রধান বিষয় ছিল। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখা বা প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রাধিকার ছিল না।”

ভবনের জানালায় গ্রিল দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ভবনটিতে ছোট বাচ্চারা ক্লাস করে। তাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় নিয়েই জানালাগুলোতে গ্রিল দেওয়া হয়েছে।”

ভবন নির্মাণে রাজউক এবং বেবিচকের অনুমোদন মানা হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, “মাইলস্টোন ছাড়াও এই এলাকায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আমরা আলাদা কোনো বিশেষ সুবিধা নিয়ে ভবন নির্মাণ করিনি। রাজউকের নিয়ম ও বেবিচকের আইনি নির্দেশনা অনুসারেই পুরো ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “আমাদের ভবনের চেয়ে উঁচু মেট্রোরেলের অবকাঠামোও ওই এলাকায় রয়েছে। আসলে পুরো দিয়াবাড়ি এলাকাটিই এখন হাইরাইজ ভবন দিয়ে ঘেরা। তাই উচ্চতা বা অনুমোদনের দিক থেকে মাইলস্টোনকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই।”